দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 JAN 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

ভিনদেশে উচ্চ শিক্ষার বিস্তারিত

শরিফুল বারী টুটুল

ভিনদেশ- উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বর্তমানে তারুণ্যের প্রথম পছন্দ। কেননা মেধাবী শিক্ষার্থীরা আদর্শ শিক্ষা পরিবেশে ডিগ্রি অর্জন এবং কর্মসংস্থানের পর্যাপ্ত সুযোগ পায় এখানে। প্রতিবছর বিশ্বে ১ কোটি ৮০ লাখ শিক্ষার্থী পড়াশোনার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাড়ি দেয়। বাংলাদেশের মেধাবী শিক্ষার্থীরাও প্রতিবছরের এ যাত্রার অন্যতম সহযাত্রী। বিদেশে উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় ও সঠিক দিক-নির্দেশনার অভাবে নানারকম হয়রানির শিকার হচ্ছেন; হচ্ছেন আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীনও। আর তাই ভিনদেশে উচ্চশিক্ষায় ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের দিক-নির্দেশনামূলক তথ্য ও টিপস নিয়ে তরুণকণ্ঠের এ আয়োজন।

শিক্ষাগ্রহণের স্তর ঃ

চারটি স্তরের যে কোন একটিতে শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে প্রস্তুত করে উচ্চ শিক্ষার্থে ভিনদেশে যেতে পারেন। মাধ্যমিক স্তর বা ও-লেভেল পাস করার পর, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর বা এ লেভেল পাস করার পর, ডিগ্রি পাস কোর্স বা তিন বছর অনার্স কোর্স অথবা চার বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি পাস করার পর, এক অথবা দুই বছরের মাস্টার্স পাস করার পর। সাধারণত তিনটি স্তরে ভিন্‌দেশে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি হওয়া যায়। ১. আন্ডার গ্র্যাজুয়েট (ব্যাচেলর ডিগ্রি) ২. মাস্টার্স ডিগ্রি ৩. ডক্টরেট ডিগ্রি। তিন স্তরে ভর্তি হবার ন্যূনতম যোগ্যতা যথাক্রমে এইচএসসি বা সমমান ব্যাচেলর ডিগ্রি এবং মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্নকারী হতে হবে।

ভিনদেশে পড়ার জন্য আদর্শ বিষয়সমূহ ঃ

দেশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা প্রতিষ্ঠানভেদে গঠিত বিষয়সমূহ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন-ইলেক্ট্রনিক ও তথ্য-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে উন্নতর শিক্ষাদানে অনেক এগিয়ে জার্মানী। আর তাই ইলেক্ট্রনিক্স ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ গুরুত্বসহকারে পড়ানো হয় এদেশে। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ এবং বিষয়টির দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগের ব্যাপারটি বিবেচনায় রাখতে হবে। ভিন্‌দেশে বিভাগভিত্তিক যে বিষয়গুলো পড়ানো হয় তা নিম্নরূপ ঃ

বিজ্ঞান বিভাগ

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি, ইলেক্ট্রনিক্স, সিভিল ও মেক্যানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যাথমেটিক, ফিজিক্স, এভিয়েশন, ম্যাটেরিয়াল সিরামিক, কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, মাল্টিমিডিয়া অ্যান্ড ওয়েব ডিজাইনিং, আর্কিটেকচার, ল্যান্ডস্কেপ আর্কিটেকচার, আরবান প্ল্যানিং, বায়োলজি, বায়োটেকনোলজি এ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল সায়েন্স, ইকোলজি, মেরিন, ইনভায়রমেন্টাল সায়েন্স, ফরেস্ট্রি, হিউম্যান নিউট্রেশন, মাইক্রো-বায়োলজি, ফার্মেসী, মেডিক্যাল ডাটা ট্রান্সক্রিপশন, এ্যাগ্রিক্যালচারাল, অ্যানিমেল, অ্যাপলাইড সায়েন্স, ফুড টেকনোলজি প্রভৃতি।

মানবিক বিভাগ

ইংলিশ লিটারেচার, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, সাইকোলজি, ল, কমিউনিকেশন স্টাডিস, অ্যানথ্রপলজি, নার্সিং, ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন, লাইব্রেরি ও ইনফরমেশন সায়েন্স, ফ্যাশন, গ্রাফিকস, ইন্টেরিয়র ডিজাইনিং, বিউটি থেরাপি, কাস্টমার কেয়ার, মডার্ন অ্যান্ড কনটেমপোরারি ড্যান্স, চাইল্ড কেয়ার, ফাইন আর্ট, জার্নালিজম, মিডিয়া স্টাডিস প্রভৃতি।

বাণিজ্য বিভাগ

মার্কেটিং, ব্যাংকিং এ্যান্ড ফাইনন্সে, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইকোনোমিক্স, ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান ম্যানেজমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, অফিস ম্যানেজমেন্ট, পাবলিক রিলেশন, হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ট্রাভেল এ্যান্ড ট্যুরিজম, ই-কমার্স প্রভৃতি।

উচ্চশিক্ষা যেখানে যেমন

অস্ট্রেলিয়া

বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে যেমন অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে, তেমনি এখানকার জীবনমানও আধুনিকতম। অস্ট্রেলিয়ায় পড়ালেখা শেষে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই অস্ট্রেলিয়া এবং ইউরোপ, আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সম্মানজনক পেশায় নিয়োজিত আছে। অস্ট্রেলিয়ার পড়ালেখা শেষে সরকারি-বেসরকারি উভয় পর্যায়েই চাকরি করা এবং নাগরিকত্বও পাওয়া যায়।

শিক্ষাবর্ষ ও ধরনঃ

কোর্স অনুসারে শিক্ষাবর্ষগুলো নির্ধারিত হয়। মূলত ২ সেমিস্টারে এখানে পড়াশোনা করানো হয়। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীতকালীন সেমিস্টার এবং এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত গ্রীষ্মকালীন সেমিস্ট্রার। অস্ট্রেলিয়ার স্নাতক কোর্সের মেয়াদ ৩ বছর। অস্ট্রেলিয়ার পড়াশোনার ভাষা ইংরেজি। স্নাতক বিষয়ে ভর্তির জন্য আইএলটিএস ও ৪.৭-৫.৫ এবং টোফেল-এ ৫০০-৫৫০ + স্কোর থাকতে হবে।

শিক্ষা ব্যয় ও থাকার সুবিধা

টিউশনফিসহ অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিমাসে একজন শিক্ষার্থীর খরচ হবে প্রায় ৭৪,১৬৬ টাকা। বিষয় ও প্রতিষ্ঠান ভেদে এটা কম বেশি হতে পারে।

পার্টটাইম জব

অস্ট্রেলিয়ার সরকার বিদেশী শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজের সুযোগ দিয়ে থাকে। পার্ট টাইম কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের খরচ অনেকটাই পুষিয়ে নিতে পারেন।

কানাডা

উচ্চ শিক্ষা ও স্কলারশিপের জন্য কানাডা সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন দেশ। বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশে পড়ালেখার ক্ষেত্রে কানাডা অন্যতম প্রিয় পছন্দ।

শিক্ষাবর্ষ ও ধরন

কানাডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় সেপ্টেম্বর এবং শেষ হয় মে মাসে। কানাডায় ইংরেজি ভাষায় অধ্যয়ন করতে হয়। আইইএলটিএসএ কমপক্ষে ওভারঅল ব্যান্ড ৫.৫ অথবা সমমানের টোফেল স্কোর থাকতে হবে।

শিক্ষা ব্যয় ও থাকার সুবিধা

আবাসন ব্যবস্থা ও টিউশন ফিসহ কানাডার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যয় প্রতি মাসে একজন শিক্ষার্থীর প্রায় ৭০,৮৩৫ টাকা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থান, বিষয়ভেদে এটা ভিন্ন হতে পারে।

পার্টটাইম জব

বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কানাডায় পার্টটাইম কাজের সুবিধা আছে। শিক্ষার্থী তার শিক্ষাবর্ষ বিলম্বিত করবে না-এ মর্মে সপ্তাহে ১৫ ঘণ্টা কাজ করার সুযোগ রয়েছে। কাজ করার জন্য অতিরিক্ত কোন কাগজপত্রের প্রয়োজন নেই। কাজের জন্য শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সিভি পাঠাতে পারেন।

জার্মানী

শিক্ষা, প্রযুক্তি ও জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দেশ জার্মানী। জার্মানে অর্জিত ডিগ্রিসমূহ সারা বিশ্বে স্বীকৃত ও সম্মানিত। জার্মানীর সকল বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি খরচে চলে। কাজেই এখানে পড়ালেখার জন্য কোন রকম টিউশন ফি নেয়া হয় না। তবে এখানে জীবনযাত্রা তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

শিক্ষাবর্ষ ও ধরন

জার্মানীতে রয়েছে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়। সাধারণত দুটি সেমিস্টারে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে।

১ম সেমিস্টার ঃ অক্টোবর-ফেব্রুয়ারী আবেদনপত্রের শেষ সময় ১৫ই জুলাই। ২য় সেমিস্টারঃ এপ্রিল-জুলাই, আবেদনের শেষ সময় ১৫ই জানুয়ারি। জার্মানিতে পড়তে হলে বা যে কোন জবের জন্য ইংরেজি কিংবা জার্মান ভাষায় দক্ষ হতে হবে। টোফেলের ক্ষেত্রে ৫৫০+স্কোর থাকতে হবে।

শিক্ষা ব্যয় ও থাকার সুবিধা

জার্মানিতে আবাসন খরচ অনেকটা বেশি। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজস্ব আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়া স্টুডেন্ট ডরমেটরিগুলোতে থাকার সুযোগ আছে। জার্মানিতে সরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের জন্য কোন টিউশন ফি লাগে না। আবাসন ও অন্যান্য খরচসহ একজন শিক্ষার্থীর প্রতিমাসে খরচ হতে পারে ৪০,০০০, ৫৫,০০০ টাকা।

পার্টটাইম জব

জার্মানিতে কাজ করতে ওয়ার্ক পারমিটের দরকার হয় না। সাধারণত গ্রীষ্মকালীন বন্ধে শিক্ষার্থীরা এখানে ৯০ দিন বা ৩ মাস কাজ করতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা এখানকার নিয়োগদাতা প্রতিষ্ঠানই আগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের সুযোগ করে দেয়।

মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়ায় উচ্চ শিক্ষার মান এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, সারা বিশ্বে এদেশের পড়ালেখার মান শুধু গৃহীত হয়নি, প্রশংসিত হয়েছে। বাংলাদেশসহ বহুদেশ থেকে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য মালয়েশিয়ায় আসছে। খুব সহজে এ দেশে স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়া যায়। মালয়েশিয়ার পড়ালেখা শেষ করে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া কিংবা ব্রিটেনে যাওয়া খুব সহজ।

শিক্ষাবর্ষ ও ধরন

উচ্চশিক্ষার জন্য মালয়েশিয়ায় আছে ১৭টি সরকারি এবং ২১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।